ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

১৪ জুলাই ২০১৪

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৮৭ শতাংশ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত
- চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের মাধ্যমে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৫৩% এবং রপ্তানির প্রায় ৭০% শুল্ক সংক্রান্ত কাজ সম্পাদিত
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি বছর এই কাস্টম হাউজ থেকে মোট রাজস্ব আয়ের প্রায় ৪৫% আয় করে
- বন্দরের রাজস্ব আয় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১.৫৫ শত কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রায় ১৫.৭০ শত কোটি টাকায় উন্নীত
- চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৩.৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায়
- স্বচ্ছতা এবং গতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৯৫ সালে কাস্টম হাউজে এবং ২০০৯ সালে বন্দরে অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

চট্টগ্রাম বন্দরে বছরওয়ারি আমদানি-রপ্তানি পণ্য এবং কন্টেইনার পরিবহনের চিত্র

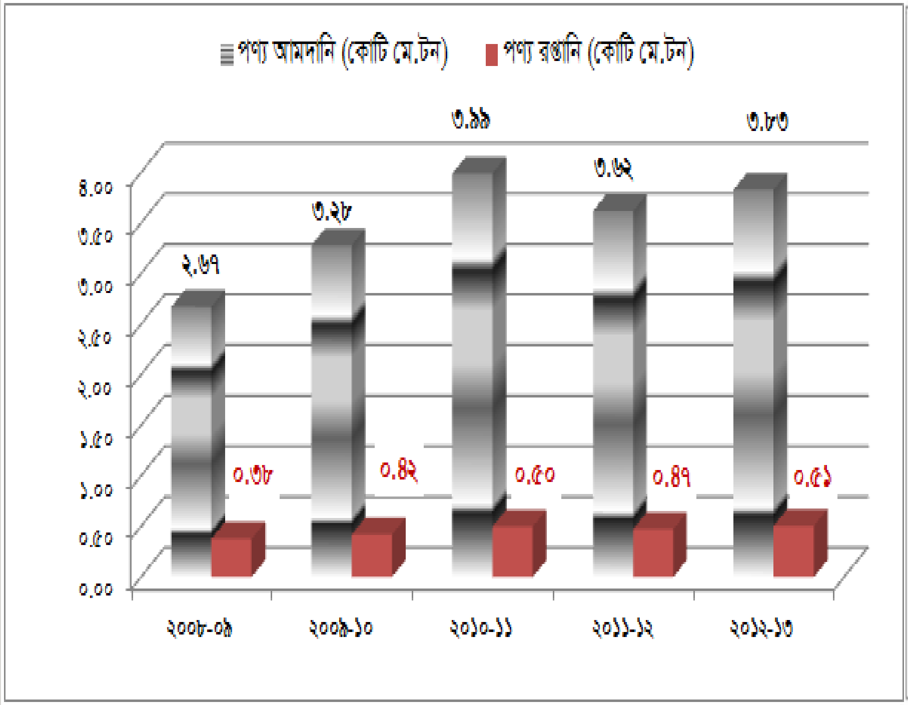

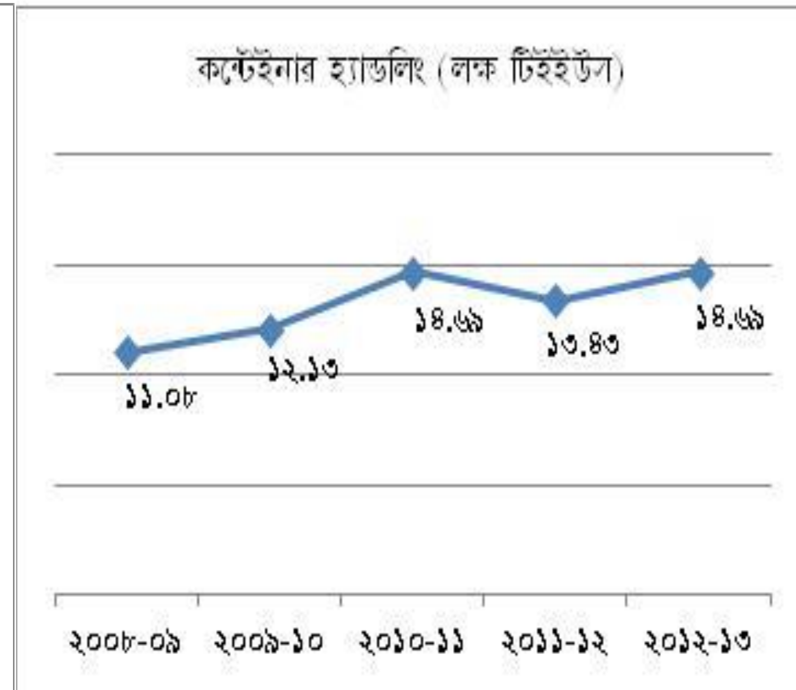

- **কন্টেনারাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার বুকের র‍্যাংকিংয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থানের ক্রমাবনতি, যা ২০১০ সালে ৮৮তম, ২০১১ সালে ৮৯তম এবং ২০১২ সালে ৯০তম**

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বন্দরের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার নির্দেশকের চিত্র

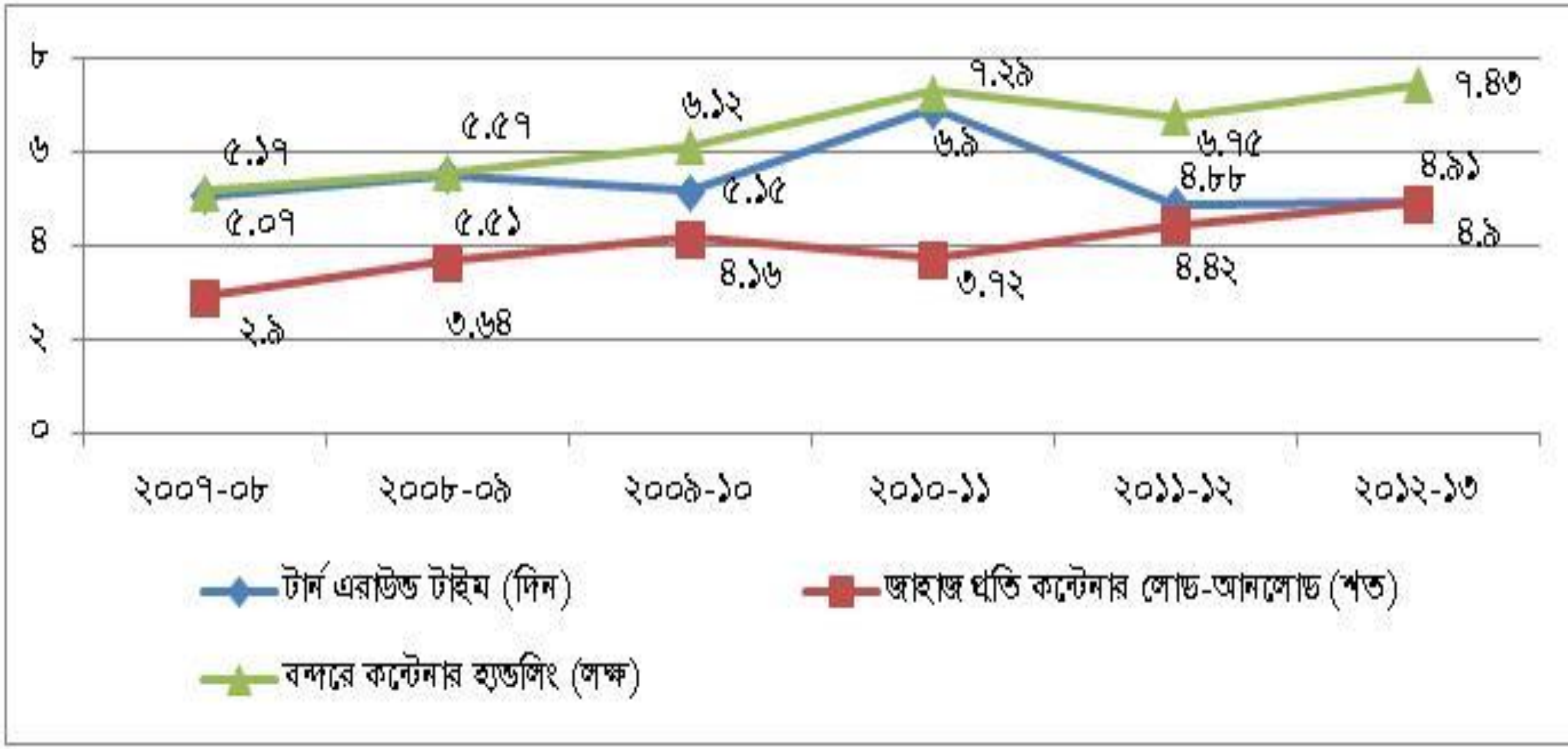

❑ পণ্য পরিবহন ও রাজস্ব আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও অটোমেশন পরবর্তী সময়ে বন্দরের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ২০০5 থেকে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে
- ২০০৭ ও ২০০৮ সালে টিআইবি'র গবেষণায় অনলাইন কার্যক্রম প্রবর্তন এবং কার্যকর বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ ছিল
- বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়াস দেখা যায়
- সরকারের পক্ষ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়
- বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন্দর ও কাস্টম হাউজে পণ্য ছাড় ও শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত থাকার অভিযোগ
- বন্দর ও কাস্টম হাউজের অটোমেশন বাস্তবায়নের পরবর্তী অবস্থা সংক্রান্ত কোনো গবেষণা হয়নি

গবেষণার উদ্দেশ্য

- চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশন প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা
- চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়ম চিহ্নিত করা
- চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা ও অনিয়ম চিহ্নিত করা
- আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে এবং অটোমেশনের কার্যকর বাস্তবায়নে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণার আওতা

- সার্বিকভাবে পণ্যের শুল্কায়ন ও ছাড় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা
- কাস্টম হাউজে পণ্যের শুল্কায়নে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়
- বন্দরে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা

- *প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আইনি কাঠামো পর্যালোচনা, সার্বিক দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন এই প্রতিবেদনের আওতা বহির্ভূত*

✓ প্রতিবেদনে উল্লিখিত নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের তথ্য সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের ওপর ধারণা দিতে সক্ষম

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত গবেষণা
- তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও সরাসরি পর্যবেক্ষণ, কনটেন্ট অ্যানালাইসিস
- তথ্য সংগ্রহের সময়: জানুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৪

প্রাথমিক তথ্যের উৎস

বন্দর ও কাস্টম হাউজের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী; সিএন্ডএফ এজেন্ট; ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, শিপিং এজেন্ট, সাংবাদিক এবং অন্যান্য অংশীজন

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

বিভিন্ন ধরনের দাপ্তরিক দলিল, চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের উপর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য

বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশন

- ১৯৯৫ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে অ্যাসাইকুডা সফটওয়ারের মাধ্যমে অটোমেশনের সূচনা
- পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে y2k, ২০০২ সালে A++ (v1.16), ২০০৭ সালে A++ (v1.18) ভার্সন চালু
- জানুয়ারি ২০১৪ থেকে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড (ওয়েব বেজড) কার্যক্রম শুরু
- বন্দরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে "চিটাগং পোর্ট ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রজেক্ট (সিপিটিএফপি)" গ্রহণ
- সিপিটিএফপি প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে সিটিএমএস (কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু, ২৭ ডিসেম্বর ২০১১ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

বন্দর ও কাস্টম হাউজের অটোমেশন: উদ্দেশ্য

- পূর্ণাঙ্গ শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া অনলাইনে কাগজবিহীন সম্পন্ন
- অনলাইনে ব্যাংকে শুল্কমূল্য ও অন্যান্য বিল পরিশোধ
- সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাড়পত্র অনলাইনে প্রদান
- অনলাইনে জাহাজ থেকে কন্টেইনার লোডিং-আনলোডিং প্রক্রিয়া; ইয়ার্ডে ও অফ ডকে কন্টেইনার স্থানান্তর, ট্র্যাকিং ও ডেলিভারি; গেট কন্ট্রোল, বিলিং সম্পন্ন
- অনলাইনে জাহাজ বার্থিং, কন্টেইনার ও জাহাজ ভাড়া, শ্রমিক নিয়োগ, রপ্তানি কন্টেইনার বুকিংসহ কন্টেইনারের অবস্থান জানা
- নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ ও ঘুষ আদায়ের সুযোগ প্রতিরোধ

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন

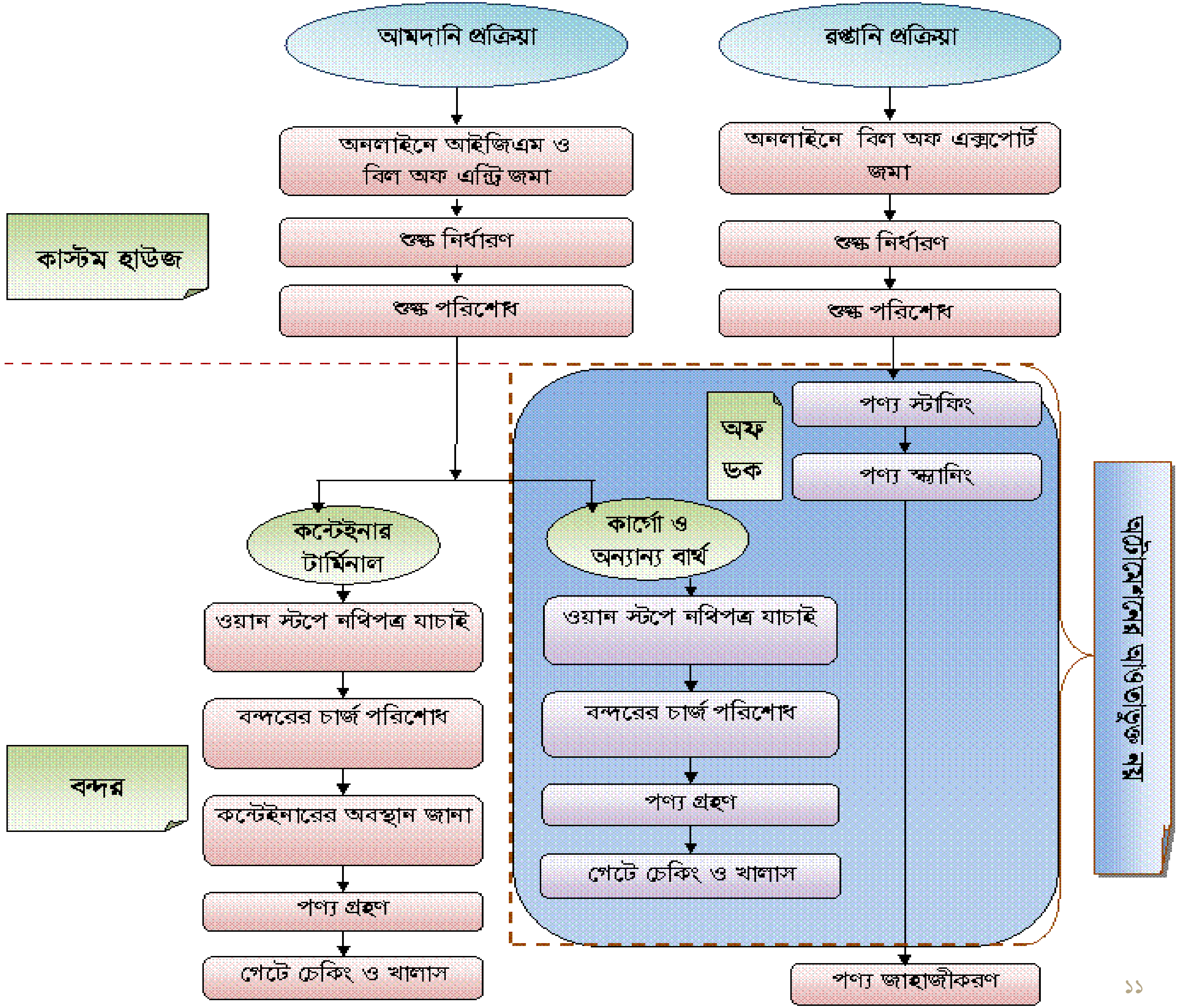

বন্দর ও কাস্টম হাউজের অটোমেশন: ইতিবাচক পরিবর্তন

কাস্টম হাউজ

- ওয়েব নির্ভর অ্যাসাইকুডা ওর্য়াল্ড সংস্করণে, যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিল-অফ-এন্ট্রি ও বিল-অফ-এক্সপোর্ট ফরমে তথ্য দেওয়ার সুবিধা
- অনলাইনে আইজিএম (ইমপোর্ট জেনারেল মেনিফেস্ট) দাখিলের পর বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর **(C number)** জেনারেট
- অনলাইনে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের এইচএস **(HS)** কোড অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ
- আমদানিকৃত নন-কমার্শিয়াল ও রপ্তানি পণ্যের শুল্ক নির্ধারিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক পরিশোধ

বন্দর

- ইন্টারনেট বা মোবাইলের মাধ্যমে টার্মিনালের বিভিন্ন ইয়ার্ডে কন্টেইনারের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য হওয়া

কাস্টম হাউজে অটোমেশন: সীমাবদ্ধতা

- কাগজবিহীন অফিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হলেও এখনো প্রতিটি ধাপে ম্যানুয়াল স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান
  - কর্তৃপক্ষের মতে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনলাইনে দাখিল করার পদ্ধতি এখনও তৈরি না হওয়ায় তা যাচাই করার জন্য শুল্ক কর্মকর্তাদের সিল ও স্বাক্ষর নিতে হচ্ছে
  - আমদানিকারকদের মতে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের সুযোগ অব্যাহত রাখার জন্য শুল্ক কর্মকর্তাদের সিল ও স্বাক্ষর গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে
- বিল-অফ-এন্ট্রি রেজিস্ট্রেশনে বিএল 'লক' থাকলে, তা ম্যানুয়ালি 'আনলক' করতে হয়
- পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ অটোমেশন আওতা-বহির্ভূত
- অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্কমূল্য পরিশোধ চালু হয়নি
- বন্ড পণ্যের ট্র্যাকিং মডিউলের অনুপস্থিতি
- সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনলাইন পদ্ধতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি

কাস্টম হাউজে অটোমেশন: অনিয়ম ও দুর্নীতি

- পণ্য শুল্কায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় অব্যাহত
- কাস্টম হাউজের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহায়তাকারী হিসেবে অবৈধভাবে নিজস্ব নিয়োগে ৬০-৭০ জন 'বদি আলম' বা 'ফালতু' কর্মরত
  - ✓ শুল্কায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত লেনদেনে সমঝোতা করে
  - ✓ কর্মকর্তারা নিয়মিত কার্যক্রমে 'ফালতু'দের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল - অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ফালতুদের জানা থাকায় তা অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে
  - ✓ ২০০৭ সালে কাস্টম হাউজ থেকে বের করে দেওয়া হলেও পরবর্তীতে তাদের ওপর কর্মকর্তাদের নির্ভরশীলতার কারণে পুনর্বহাল করতে বাধ্য হয়

বন্দরে অটোমেশন: সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

- চুক্তি অনুযায়ী শতভাগ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে প্রকল্প হস্তান্তরের শর্ত থাকলেও হস্তান্তরের প্রায় এক বছর পরও বিলিং মডিউল তৈরি হয়নি
- চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হলেও প্রকল্পের মূল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ করা হয়েছে
- জিসিবি এলাকায় সিটিএমএস নেটওয়ার্ক দুর্বল। অনেক স্থানেই ভিএমটি (VMT) ও এইচএইচটি (HHT) তে ডাটা এন্ট্রির জন্য নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। ইয়ার্ড অফিস ও শেডের ছাউনিসমূহে প্রায়ই নেটওয়ার্ক থাকে না
- অ্যান্টি-ভাইরাস প্রোগ্রাম ২০১২ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেলেও হালনাগাদ করা হয়নি
- ইন্টারনেট বা মোবাইলে কন্টেইনারের অবস্থান জানা গেলেও সবসময় সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না
- পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার শুরুতেই বন্দরে সংশ্লিষ্ট ‘কন্টেইনার সার্টিফাই’ সেকশনে সশরীরে পণ্যের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে

বন্দরের অটোমেশন: সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

- প্রকল্পের মূল সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান এসটিই'র এধরনের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না; চট্টগ্রাম বন্দরেও নির্দিষ্ট সময়ে অটোমেশন বাস্তবায়ন করতে পারেনি
- কর্তৃপক্ষের মতে, প্রয়োজনীয় কিছু পূর্বশর্ত পূরণ না হওয়ায় সিটিএমএস'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না
  - ✓ রপ্তানি পণ্যের জাহাজীকরণে কাট অফ টাইম মেনে না চলা
  - ✓ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারকারীদের আগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব
  - ✓ ইয়ার্ডে কন্টেইনার স্ট্রিপিং (কন্টেইনার খুলে পণ্য সরবরাহ) চালু থাকা
  - ✓ আনুষঙ্গিক লজিস্টিক সাপোর্টের (সুশৃঙ্খল ইয়ার্ড, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রাক ড্রাইভার ও পরিবহন শ্রমিক) অভাব
- বন্দরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মতে সিটিএমএস-এর প্রয়োজনীয় মডিউলসমূহ তাদেরকে সরবরাহ করা হয়নি বা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বন্দরের কার্যক্রম প্রচলিত পদ্ধতিতেই চলছে
- বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মতে বন্দরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের অনীহা ও অসহযোগিতার কারণে সিটিএমএসের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না
- পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় অব্যাহত

পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া

অটোমেশন বাস্তবায়নের পরও পণ্যের শুল্কায়নে ন্যূনতম ১১টি ধাপ ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম ১৬টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়

কাস্টম হাউজের শুল্কায়ন প্রক্রিয়া

- অনলাইনে বিল-অফ-এন্ট্রি জমা হওয়ার পর আমদানি পণ্যের শুল্কায়নে ন্যূনতম ১১টি ধাপ বিদ্যমান
- পণ্যের কায়িক পরীক্ষাসহ শুল্কায়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৭টি ধাপ বিদ্যমান
- রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫টি ধাপে শুল্ক কার্যক্রম

বন্দরের আমদানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া

- পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় এলসিএল-এ ন্যূনতম ১৬টি ধাপ, এফসিএল ও অন-চেসিসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৯টি ধাপ বিদ্যমান

কাস্টম হাউজে দৈনিক নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

	ধরন	অর্থের পরিমাণ (ইউনিট প্রতি টাকা)	গড় সংখ্যা*	অর্থের মোট পরিমাণ (টাকা)
আমদানি প্রক্রিয়া	কমার্শিয়াল পণ্য (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	৩,০০০	৫৫০ টি	১৬.৫ লক্ষ
	নন-কমার্শিয়াল বা বন্ডের পণ্য (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	১,৩০০	৬০০ টি	৭.৮ লক্ষ
	কায়িক পরীক্ষণ (প্রতি কন্টেইনার)	৪,০০০	৩০৫ টি	১২.২ লক্ষ
	দৈনিক আমদানি প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ			৩৬.৫ লক্ষ
রপ্তানি প্রক্রিয়া	কাস্টম হাউজে অ্যাসেসমেন্ট (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	৩০০	২২০০ টি	৬.৬ লক্ষ
	ডিপোতে পণ্য পরীক্ষণ (প্রতি কনসাইনমেন্ট)	২০০	২২০০ টি	৪.৪ লক্ষ
	দৈনিক রপ্তানি প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ			১১ লক্ষ
দৈনিক আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম অর্থ আদায়ের মোট পরিমাণ				৪৭.৫ লক্ষ

* ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট কনসাইনমেন্ট ও কন্টেইনার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত

পণ্য ছাড়ে দৈনিক নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

কন্টেইনারের ধরন	কন্টেইনার গড় সংখ্যা*	গড় ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ (টাকা)	মোট অর্থের পরিমাণ (টাকা)
এলসিএল/ এফসিএল	১৭০০ টি	৮০০	১৩.৬ লক্ষ
অন চেসিস	৩০০ টি	১২০০	৩.৬ লক্ষ
আদায়কৃত মোট অর্থের ন্যূনতম পরিমাণ			১৭.২ লক্ষ

** ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট কন্টেইনার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত*

জাহাজ বার্থিংয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

	নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্র	জাহাজ প্রতি ন্যূনতম অর্থ আদায়ের পরিমাণ
কাস্টম	অন বোর্ড – কাস্টম বুকিং	৫০০ টাকা
	কাস্টম ইমিগ্রেশন - শোর পাস	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – কাস্টম (বন্ড সিল, স্টোর লিস্ট..)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – ব্লাক গ্যাং (রামেজ টিম - কাস্টম)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	পোর্ট ক্লিয়ারেন্স - কাস্টম হাউজ	৫০০ টাকা
	ফাইনাল এন্ট্রি – কাস্টম হাউজ	৫০০ টাকা
নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন	৫০০ টাকা
বন্দর	পোর্ট ক্লিয়ারেন্স - বন্দর	২০০ টাকা
	পোর্ট ডিক্লারেশন – রেডিও কন্ট্রোল	২০০ টাকা
	ওয়াটার পাম্প	৩০০ টাকা
	অন বোর্ড – পোর্ট হেলথ (কোয়ারেনটাইন)	৩ কার্টুন সিগারেট (৫,০০০ টাকা)
	অন বোর্ড – পাইলট	২ কার্টুন সিগারেট (৩,৫০০ টাকা)
	ওভার ড্রাফট (প্রতি ইঞ্চি) – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	বাও ব্রিজ (Bow Bridge) জাহাজ নেভিগেশন – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	নাইট নেভিগেশন (১৫৩ মিটার) – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	নাইট নেভিগেশন (১৫৩+ মিটার - পাইলট++	২৫,০০০ টাকা
	ভাটায় নেভিগেশন – পাইলট	৫,০০০ টাকা
	ওভার লেন্থ (১৮০+ মিটার) – পাইলট++	৩০,০০০ টাকা

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- অটোমেশন বাস্তবায়নের কিছু ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী কার্যকর সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি
- কাস্টম হাউজে অটোমেশন চালু হলেও একইসাথে ম্যানুয়াল পদ্ধতিও বিদ্যমান
- চুক্তি অনুযায়ী বন্দরে সিটিএমএস-এর শতভাগ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে প্রকল্প হস্তান্তরের শর্ত থাকলেও হস্তান্তরের প্রায় এক বছর পরও সকল মডিউল তৈরি হয়নি
- বন্দর কর্তৃপক্ষ সিটিএমএস-এর প্রয়োজনীয় মডিউলগুলো সরবরাহ বা ব্যবহারের নির্দেশ না দেওয়ায় বন্দরের কার্যক্রম পূর্বের পদ্ধতিতেই চলছে
- উভয় প্রতিষ্ঠানে অটোমেশনের অপূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের সুযোগে বিভিন্ন ধাপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় অব্যাহত রয়েছে
- অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে পণ্যের শুল্কায়ন ও ছাড় প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় সংক্রান্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়

সুপারিশমালা

১. শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনলাইন সুবিধার আওতাভুক্ত করতে হবে

২. বন্দরে সিটিএমএস-এর পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সকল মডিউল প্রস্তুত ও ব্যবহার করতে হবে

৩. বন্দরে বাল্ক পণ্যের কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য অটোমেশন বাস্তবায়ন করতে হবে

৪. বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনার খুলে পণ্য ডেলিভারি বন্ধ করতে হবে

৫. স্বাধীন, নিরপেক্ষ তৃতীয় কোনো পক্ষের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে বন্দর ও কাস্টম হাউজের কর্মদক্ষতা ও অটোমেশনের কার্যকরতা পরিমাপে "পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশন" করতে হবে

৬. কাস্টম হাউজ ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশমালা

৭. কাস্টম হাউজ ও বন্দরে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় বন্ধে এ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগের সুষ্ঠ তদন্তের মাধ্যমে দোষী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৮. কাস্টম হাউজ ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নৈতিক আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

৯. প্রতি বছর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে

ধন্যবাদ

কাস্টম হাউজে আমদানি পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

১) অনলাইনে IGM ও BoE জমা

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে

.১ BL আনলক করা
.২ ARO এবং RO কর্তৃক যাচাই ও ভুল থাকলে সংশোধন
.৩ হেল্প ডেস্ক থেকে বিল অফ এন্ট্রির প্রিন্ট

২) গ্রুপে পোস্টিং

৩) কায়িক পরীক্ষার জন্য প্রায় ১৫% পণ্য ADC কে প্রেরণ

৩.১) জেটিতে AC কর্তৃক ARO এর কাছে পোস্টিং

৩.২) AC এবং ARO কর্তৃক পণ্য পরীক্ষণ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে

ADC কর্তৃক পরীক্ষণ

AIR কর্তৃক পরীক্ষণ

কাস্টম ইন্টেলিজেন্স (CI) কর্তৃক পরীক্ষণ

সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রেরণ

৩.৩) AC'র কাছে প্রতিবেদন প্রেরণ

৩.৪) AC কর্তৃক সিস্টেমে অনুমোদন

৩.৫) কাস্টম হাউজে প্রতিবেদন প্রেরণ (ফোল্ডার এক্সিট)

৪) ARO কর্তৃক শুল্ক নির্ধারণ

৫) RO কর্তৃক শুল্ক অনুমোদন (Reload), অনলাইনে নন-কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্ক পরিশোধ ও R নম্বর গ্রহণ

৬) অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ প্রিন্ট

৭) গ্রুপ থেকে সিল ও স্বাক্ষর (ARO ও RO) গ্রহণ

৮) আউটপাস শাখায় এক সেট নথিপত্র জমা

৯) কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্ক সোনালী ব্যাংকে পরিশোধ

১০) স্পিড ট্রেজারি থেকে রিসিভ (R) নম্বর গ্রহণ

১১) শিপিং এজেন্ট থেকে ডেলিভারি অর্ডার গ্রহণ

১১) শিপিং এজেন্ট থেকে নন-কমার্শিয়াল পণ্যের ডেলিভারি অর্ডার গ্রহণ

কাস্টম হাউজে রপ্তানি পণ্য শুল্কায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

১. অনলাইনে বিল-অফ-এক্সপোর্ট জমা → ২. ARO কর্তৃক গ্রুপে শুল্ক নির্ধারণ → ৩. RO কর্তৃক শুল্ক অনুমোদন (Reload) → ৪. ব্যাংকে অনলাইনে ট্যারিফ পরিশোধ → ৫. অফ ডকে পণ্য স্ক্যানিং → ৬. শিপিং এজেন্টকে নথিপত্র হস্তান্তর

বন্দর থেকে আমদানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

১ম ধাপ- কন্টেইনার সার্টিফাই

ওয়ানস্টপ সেকশন
- ২য় ধাপ- আইজিএম যাচাই
- ৩য় ধাপ- বিল তৈরি
- ৪র্থ ধাপ- বিল পরিশোধ
- ৫ম ধাপ- বিল এন্ডোর্সমেন্ট

এলসিএল

- ৬ষ্ঠ ধাপ- অনুমতিপত্র - ট্রাফিক ইন্সপেক্টর
- ৭ম ধাপ- ওয়্যারহাউজ এন্ট্রি- শেড ইন্সপেক্টর
- লক পাস (মূল্যবান পণ্যের ক্ষেত্রে)
- ৮ম ধাপ- লেবার বুকিং
- ৯ম ধাপ- পণ্য লোডিং
- ১০ম ধাপ- চেকিং
  সিনিয়র আউটডোর অ্যাসিসট্যান্ট
- কার্ট টিকেট অনুমোদন
  - ১১তম ধাপ- হেড ডেলিভারি
  - ১২তম ধাপ- এএসআই
  - ১৩তম ধাপ - চেকার
- ১৪তম ধাপ- গেট ভেরিফিকেশন- কাস্টম
- চেকিং
  - ১৫তম ধাপ- গেট সার্জেন্ট
  - ১৬তম ধাপ - গেট সিকিউরিটি

এফসিএল

- ৬ষ্ঠ ধাপ- কন্টেইনার ইনডেন্ট
- ৭ম ধাপ- অনুমতিপত্র গ্রহণ- ইয়ার্ড ইন্সপেক্টর
- কন্টেইনার কিপ ডাউন (জিসিবি) - চেকার
- কন্টেইনার খোলার অনুমতি
  - ৮ম ধাপ - এএসআই
  - ৯ম ধাপ - চেকার
  - ১০ম ধাপ - টিআই
- ১১তম ধাপ- লক খোলা - রিভিটার
- ১২তম ধাপ- লেবার বুকিং
- ১৩তম ধাপ- পণ্য লোডিং
- গাড়ীতে পণ্য চেকিং- এআরও
  (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- কার্ট টিকেট অনুমোদন
  - ১৪তম ধাপ- হেড ডেলিভারি
  - ১৫তম ধাপ- এএসআই
  - ১৬তম ধাপ - চেকার
- ১৭তম ধাপ- গেট ভেরিফিকেশন- কাস্টম
- চেকিং
  - ১৮তম ধাপ- গেট সার্জেন্ট
  - ১৯তম ধাপ - গেট সিকিউরিটি

অন-চেসিস

- ৬ষ্ঠ ধাপ- কন্টেইনার ইনডেন্ট
- ৭ম ধাপ- অন-চেসিস অনুমতিপত্র তৈরি- ক্লার্ক
- ৮ম ধাপ- অনুমতি স্বাক্ষর - টিও
- ৯ম ধাপ- ট্রেলার নম্বর গ্রহণ ও
  অনাপত্তি পত্র প্রদান -সিকিউরিটি
- ১০ম ধাপ- অনুমতিপত্র গ্রহণ-
  ইয়ার্ড ইন্সপেক্টর
- ১১তম ধাপ- সিটিএমএস বুথ -
  পিকআপ টোকেন গ্রহণ
- ১২তম ধাপ- কন্টেইনার কিপ ডাউন- চেকার
- কার্ট টিকেট অনুমোদন
  - ১৩তম ধাপ- হেড ডেলিভারি
  - ১৪তম ধাপ- এএসআই
  - ১৫তম ধাপ - চেকার
- ১৬তম ধাপ- পণ্য স্ক্যানিং
- ১৭তম ধাপ- গেট ভেরিফিকেশন- কাস্টম
- চেকিং
  - ১৮তম ধাপ- গেট সার্জেন্ট
  - ১৯তম ধাপ - গেট সিকিউরিটি

শুল্কায়নে নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

অর্থ আদায়ের ক্ষেত্র	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
বিএল লক থাকলে তা আনলক করা - ক্লার্ক	১০০
শুল্ক নির্ধারণ - এআরও	১,০০০
শুল্ক অনুমোদন - আরও	১,০০০
এআরও এবং আরও কর্তৃক স্বাক্ষর ও সিল নেওয়া - পিওন	১০০
অ্যাসেসমেন্ট নোটিশসহ সকল নথিপত্র জমা দেওয়া - গ্রুপ ক্লার্ক	৬০০
ব্যাংকে শুল্ক পরিশোধ - পিয়ন	১০০
স্পিড ট্রেজারি থেকে রিসিভ (R) নম্বর গ্রহণ - ক্লার্ক	১০০
মোট (প্রায়)	৩,০০০

কায়িক পরীক্ষণে নিয়ম-বহির্ভূত ন্যূনতম অর্থ আদায়ের চিত্র

(কমার্শিয়াল পণ্য)

ধাপ	আদায়কারী ব্যক্তি	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
ইয়ার্ডে পোস্টিং	পিয়ন	১০০
পণ্য পরীক্ষণ	এআরও	১,০০০
পণ্য পরীক্ষণ	সহকারী কমিশনার	২,০০০
নমুনা সংরক্ষণ	জেটি ক্লার্ক	৩০০
প্রতিবেদন গ্রুপে জমা নেওয়া	ক্লার্ক ও পিয়ন	৩০০
নমুনা কাস্টম হাউজে জমা	ক্লার্ক	৩০০
মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ		৪,০০০
পণ্য পরীক্ষণ	অতিরিক্ত কমিশনার	২,০০০*
পণ্য পরীক্ষণ	এআইআর	২,০০০*
পণ্য পরীক্ষণ	শুল্ক গোয়েন্দা	৫,০০০*

*প্রযোজ্য ক্ষেত্রে

বন্দরে এফসিএল পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের চিত্র

এফসিএল পণ্য	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
কন্টেইনার সার্টিফাই (পণ্যের অবস্থান জানা)	৫০
ওয়ান স্টপ সেকশন - আইজিএম যাচাই, বিল তৈরি, বিল পরিশোধ, বিল এন্ডোর্সমেন্ট	২৫০
কন্টেইনার ইনডেন্ট	৫০
অনুমতি পত্র- ট্রাফিক ইন্সপেক্টর (ইয়ার্ড)	৫০
কন্টেইনারের লক খোলা - (রিভিটার)	৫০
পণ্য লোডিং - চেকার	৫০
কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান (হেড ডেলিভারি)	৫০
কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান (এএসআই)	৫০
কার্ট টিকেটে অনুমতি প্রদান (চেকার)	৫০
গেট ভেরিফিকেশন- কাস্টম অফিসার	৫০
চেকিং- গেট সার্জেন্ট	৫০
চেকিং- গেট সিকিউরিটি	৫০
মোট আদায়কৃত ন্যূনতম অর্থের পরিমাণ (প্রায়)	**৮০০**
ক্রেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫০০*
হাইস্টেয়ার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৮০০*

*প্রযোজ্য ক্ষেত্রে